72

ভোরের কাগজ

তারিখ 30 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

কুমিল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ধামাচাপা দেওয়া, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

কুমিল্লা থেকে সংবাদদাতা : কুমিল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সীমাহীন দুর্নীতি. অনিয়ম এবং যৌন হয়রানির ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ এনেছে প্রশিক্ষণার্থীরা। গত সোমবার কুমিল্লা প্রেসক্লাবে একদল বিক্ষুব্ধ প্রশিক্ষণার্থী সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করে।

প্রশিক্ষণার্থীদের অভিযোগে বলা হয়, কুমিল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ হোসাইন আহমদ কলেজের মহিলা ও পুরুষ হোস্টেলের গাছ কেটে বিক্রিলব্ধ অর্থ, বিএড প্রশিক্ষণার্থীদের সার্টিফিকেট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনে দেওয়ার অজুহাতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে নেওয়া ২০০ করে টাকা শহীদ মিনার নির্মাণে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে গৃহীত অর্থ, বিএড কোর্সে ভর্তি, ফরম পূরণ এবং রেজিস্ট্রেশনের সময় বিনা রসিদে নেওয়া অর্থ, ছাত্রাবাস ভাড়া দিয়ে এবং টাকার বিনিময়ে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করে টাকা আত্মসাৎ করে আসছেন। এ ছাড়া জামাতপন্থী এই অধ্যক্ষ কলেজ ক্যাম্পাসে বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় শোক দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি পালনে বরাবর বাধা দিয়ে আসছেন। তিনি কলেজের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের লক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে কলেজ হোস্টেলে ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে গরুর মাংশ চালু করেছিলেন।

কলেজ অধ্যক্ষের এ সকল অনৈতিক কার্যকলাপ, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করতে গিয়ে অধ্যক্ষ সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে কলেজের চূড়ান্ত পরীক্ষায় ৪ জন মেধাবী প্রশিক্ষণার্থীকে ফেল করিয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন বলে অভিযোগ এনেছে ছাত্ররা।

সংবাদ সম্মেলনে প্রশিক্ষণার্থীরা কলেজের দুজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন হয়রানির ঘটনা তুলে ধরেন। ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের একজন উপজাতীয় প্রশিক্ষণার্থী ছাত্রী ভূগোল বিভাগের প্রভাষক মোস্তফা আলমগীর সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির সুস্পষ্ট অভিযোগ এনে অধ্যক্ষের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়। অধ্যক্ষ অত্যন্ত সুকৌশলে ঐ ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে দেন। একইভাবে ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে কলেজের প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মৃণাল কান্তি সাধুর বিরুদ্ধেও কলেজ ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ উত্থাপিত হয়। কিন্তু কলেজ অধ্যক্ষ এ ব্যাপারেও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। সংবাদ সম্মেলনে প্রশিক্ষণার্থী লিয়াকত আলী জামাল, স্বপন চন্দ্র ভৌমিক, সুজিত সেন, কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক এজিএস রওশন আরা বেগম বক্তব্য রাখেন।